আল-লাজনাতুশ শারইয়্যাহ লিদ-দাওয়াতি ওয়ান-নুসরাহ
اللجنة الشرعية للدعوة والنصرة
উচ্চতর ইসলামী আইন গবেষণা বিভাগ
fatwaa.org

ফাতওয়া নাম্বার:৩২৪ প্রকাশকালঃ২৩-০১-২০২৩ ইং

স্বপ্নদোষ হলে গোসল না করে কি তায়াম্মুম করা যাবে?

প্রশ্নঃ

স্বপ্নদোষ হলে গোসল না করে তায়াম্মুম করে নামায পড়লে কি নামায হবে?

নাম- আব্দুর রহমান

উত্তরঃ

بسم الله الرحمن الرحيم

স্বপ্নদোষ কিংবা যেকোনো কারণেই গোসল ফরয হোক না কেন, তায়াম্মুম করার মতো ওজর থাকলে, গোসল না করে তায়াম্মুম করা যাবে এবং এতে নামাযও সহীহ হবে। তবে শরীরের কোথাও নাপাক লেগে থাকলে তা অবশ্যই পরিষ্কার করে নিতে হবে।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا [النساء: 43]

"তোমরা যদি অসুস্থ হও বা সফরে থাকো কিংবা তোমাদের কেউ শৌচস্থান হতে আসে অথবা তোমরা নারীদের স্পর্শ (স্ত্রী-সহবাস) করে থাকো, অতঃপর পানি না পাও, তবে পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করে নেবে।" -সূরা নিসা (৪) : ৪৩

হাদীসে এসেছে,

عن عمرو بن العاص، قال: احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل فأشفقت أن اغتسل فأهلك، فتيممت، ثم صليت بأصحابي الصبح، فذكروا ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم -, فقال: "يا عمرو، صليت بأصحابك وأنت جنب؟ " فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال، وقلت: إني سمعت الله يقول: {ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما} [النساء: 29]، فضحك رسول الله - صلى الله عليه وسلم -ولم يقل شيئا. -سنن أبي داود ت الأرنؤوط (249/1) رقم الحديث: 334 دار الرسالة العالمية الطبعة: الأولى، 1430 هـ)

وقال الحافظ في "فتح الباري" (1/ 454 ط. دار الفكر) إسناده قوي. اهـ

"আমর ইবনুল আস রাযি. বলেন, যাতুস সালাসিলের যুদ্ধে এক শীতের রাতে আমার স্বপ্নদোষ হয়। আমার আশঙ্কা হচ্ছিলো, যদি এই সময় গোসল করি তাহলে মারাও যেতে পারি। তাই তায়াম্মুম করে সাথীদের নিয়ে ফজরের নামায পড়ি। প্রত্যাবর্তনের পর আমার সঙ্গী-সাথীরা এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অবহিত করেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, হে আমর! তুমি নাপাক অবস্থায় সাথীদের নিয়ে নামায পড়েছো? আমি তখন গোসল না করার কারণ জানালাম এবং বললাম, আমি আল্লাহ তাআলাকে বলতে শুনেছি, 'তোমরা নিজেদের হত্যা করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের প্রতি অত্যন্ত মেহেরবান' (সূরা নিসা: ২৯)। এ কথা শুনে নবীজী হেসে

দিলেন, আমাকে আর কিছুই বললেন না।” -সুনানে আবু দাউদ: ১/২৪৯ হাদীস নং: ৩৩৪ দারুর রিসালাতিল আলামিয়্যাহ

উল্লেখ্য, শীতকালে শুধু পানি ঠাণ্ডা হওয়ার কারণে তায়াম্মুম করা যাবে না। বরং যদি ঠাণ্ডা পানি দ্বারা গোসল করলে অসুস্থ হয়ে যাওয়ার প্রবল আশঙ্কা হয় এবং গরম পানি ব্যবহারেরও সুযোগ না থাকে তাহলে তায়াম্মুম করা যাবে। -সহীহ বুখারী, ১/ ৭৭; হাদীস নং: ৩৪৬; দারু তাওকিন নাজাহ; সহীহ মুসলিম: ১/২৮০ হাদীস নং: ৩৬৮ দারু ইহইয়ায়িত তুরাসিল আরাবী, বৈরুত; মিনহাতুল খালেক: ১/১৪৯ দারুল কিতাবিল ইসলামী

والله تعالى أعلم بالصواب

আবু মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ আলমাহদি (উফিয়া আনহু)

১৫-০৬-১৪৪৪ হি.

০৯-০১-২০২৩ ঈ.